

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের
contact@purbottar.in -এ ই-মেইল অথবা,
7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ আপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের
contact@purbottar.in -এ ই-মেইল অথবা,
7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ আপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ২, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৪ জানুয়ারি - ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 2, Cooch Behar, Friday, 24 January - 6 February, 2025, Pages: 8, Rs. 3



আবার আসছে দুয়ারে সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক, মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন
অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি জনসেবা কর্মসূচি।



মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
সমস্ত ব্যবস্থাপনাধিকার
একত্রিত হচ্ছে

৩৭টি পরিষেবা নিয়ে
২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে দুয়ারে সরকার
'দুয়ারে সরকার'
[সময় পরিধি]

ফের লোকালয়ে হাতি, আতঙ্ক



নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা:

ফের লোকালয়ে হানা দিল হাতি। শনিবার সকালে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার পারাডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের এগারোমাইল, বারোমাইল, মানসাই নদীর চর, দক্ষিণ বরাইবাড়িতে দেখা যায় ওই হাতি। ভুট্টা ক্ষেতের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল হাতিটি। তাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় বনকর্মী ও ঘোকসাভাঙ্গা থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হাতিটি ভোর সকাল থেকেই এলাকায় ঘুরছে। স্থানীয় বাসিন্দা গোপেন সরকারের বাড়িতে হানা দিয়ে ৪০ কেজির মতো ধান খেয়ে নেয় হাতিটি। বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করছে। প্রায় দু'বছর আগেও মাথাভাঙ্গা ২ এর পারাডুবি, ঘোকসাভাঙ্গা, উনিশবিশা এলাকায় চলে আসে পাঁচটি হাতির দল। সেইসময় হাতির হানায় চারজনের মৃত্যু হয়।

শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা:

এক শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক নাবালকের বিরুদ্ধে। ২০ জানুয়ারি সোমবার ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গার একটি এলাকায়। ২২ জানুয়ারি বুধবার সকালে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে মাথাভাঙ্গা থানার কোচবিহার জুভেনাইল কোর্টে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শিশুর বাবা পরিযায়ী শ্রমিক। কেরলে কাজ করেন। মা দুই সন্তান নিয়ে মাথাভাঙ্গার বাড়িতে থাকেন। অভিযোগ, ওইদিন স্কুল থেকে ফিরে ওই শিশুকন্যা বাড়ির উঠানে খেলছিল। সেই সুযোগে অভিযুক্ত ওই শিশুকে ফুঁসলিয়ে পাশের একটি নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ওই নাবালিকা চিৎকার করলে অভিযুক্ত নাবালক সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে শিশুকন্যাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত নাবালক চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে ওই নাবালিকা শিশুকন্যাকে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ হয়েছে। পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তের পক্ষে আইনজীবী শিবেন রায় জানান, অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেননি বিচারক। তাকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হোমে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত ব্যবস্থাপনা একত্রিত হচ্ছে

২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

সমস্ত ব্যবস্থাপনা একত্রিত হচ্ছে

২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

দুয়ারে সরকার

সেবা	সিটি	সিটি
১৬	৭.০০-৭.৩০	৭.৩০-৮.০০



একটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক, মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি জনসেবা কর্মসূচি।

৩৭টি পরিষেবা

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ১. স্বাস্থ্য ২. শিক্ষা ৩. কৃষি ৪. শ্রম ৫. পরিবার ৬. পরিবেশ ৭. পরিবহন ৮. স্থানীয় ৯. স্থানীয় ১০. স্থানীয় ১১. স্থানীয় ১২. স্থানীয় ১৩. স্থানীয় ১৪. স্থানীয় ১৫. স্থানীয় ১৬. স্থানীয় ১৭. স্থানীয় ১৮. স্থানীয় ১৯. স্থানীয় ২০. স্থানীয় ২১. স্থানীয় ২২. স্থানীয় ২৩. স্থানীয় ২৪. স্থানীয় ২৫. স্থানীয় ২৬. স্থানীয় ২৭. স্থানীয় ২৮. স্থানীয় ২৯. স্থানীয় ৩০. স্থানীয় ৩১. স্থানীয় ৩২. স্থানীয় ৩৩. স্থানীয় ৩৪. স্থানীয় ৩৫. স্থানীয় ৩৬. স্থানীয় ৩৭. স্থানীয় | <ul style="list-style-type: none"> ১. স্বাস্থ্য ২. শিক্ষা ৩. কৃষি ৪. শ্রম ৫. পরিবার ৬. পরিবেশ ৭. পরিবহন ৮. স্থানীয় ৯. স্থানীয় ১০. স্থানীয় ১১. স্থানীয় ১২. স্থানীয় ১৩. স্থানীয় ১৪. স্থানীয় ১৫. স্থানীয় ১৬. স্থানীয় ১৭. স্থানীয় ১৮. স্থানীয় ১৯. স্থানীয় ২০. স্থানীয় ২১. স্থানীয় ২২. স্থানীয় ২৩. স্থানীয় ২৪. স্থানীয় ২৫. স্থানীয় ২৬. স্থানীয় ২৭. স্থানীয় ২৮. স্থানীয় ২৯. স্থানীয় ৩০. স্থানীয় ৩১. স্থানীয় ৩২. স্থানীয় ৩৩. স্থানীয় ৩৪. স্থানীয় ৩৫. স্থানীয় ৩৬. স্থানীয় ৩৭. স্থানীয় | <ul style="list-style-type: none"> ১. স্বাস্থ্য ২. শিক্ষা ৩. কৃষি ৪. শ্রম ৫. পরিবার ৬. পরিবেশ ৭. পরিবহন ৮. স্থানীয় ৯. স্থানীয় ১০. স্থানীয় ১১. স্থানীয় ১২. স্থানীয় ১৩. স্থানীয় ১৪. স্থানীয় ১৫. স্থানীয় ১৬. স্থানীয় ১৭. স্থানীয় ১৮. স্থানীয় ১৯. স্থানীয় ২০. স্থানীয় ২১. স্থানীয় ২২. স্থানীয় ২৩. স্থানীয় ২৪. স্থানীয় ২৫. স্থানীয় ২৬. স্থানীয় ২৭. স্থানীয় ২৮. স্থানীয় ২৯. স্থানীয় ৩০. স্থানীয় ৩১. স্থানীয় ৩২. স্থানীয় ৩৩. স্থানীয় ৩৪. স্থানীয় ৩৫. স্থানীয় ৩৬. স্থানীয় ৩৭. স্থানীয় |
|--|--|--|

সমস্ত ব্যবস্থাপনা একত্রিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

সমস্ত ব্যবস্থাপনা একত্রিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

সমস্ত ব্যবস্থাপনা একত্রিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫



সমস্ত ব্যবস্থাপনা একত্রিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫



সমস্ত ব্যবস্থাপনা একত্রিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

সমস্ত ব্যবস্থাপনা একত্রিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

সমস্ত ব্যবস্থাপনা একত্রিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

গৃহবধু খুনে গ্রেফতার প্রতিবেশী যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:

তরুণী গৃহবধু খুনের ছত্রিশ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কোচবিহার জেলার পুলিশ। ২৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে জি মিনা জানান, ধৃত ওই অভিযুক্ত যুবকের নাম অর্জুন রায়। সে চকচকা এলাকায় খুন হওয়া গৃহবধুর পাশেই ভাড়া বাড়িতে থাকত। অভিযুক্তকে যুবককে কোচবিহার জেলা দায়রা আদালতে তোলা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, “বেশ কিছু সূত্র হাতে আসার পরেই আমরা অভিযুক্তকে গ্রেফতার করি। তার বিরুদ্ধে খুনের একাধিক প্রমাণ মিলেছে। যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গৃহবধুকে খুন করা হয়েছিল তা উদ্ধার করা হয়েছে।”

২৭ জানুয়ারি সোমবার সকালে পুলিশবাড়ি থানার অন্তর্গত চকচকা এলাকা থেকে এক গৃহবধুর দেহ উদ্ধার হয়। ঘরের ভেতরেই ওই গৃহবধুকে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। তার শিশু সন্তানের কান্নার আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে পুলিশকে খবর দেয়। সেই ঘটনার তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই গৃহবধুর অসমের ধুবড়ির বাসিন্দারা। তিনি বিয়ের পর স্বামীর



সাথে চকচকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তার স্বামী দিনহাটার একটি রাইস মিলে কাজ করেন। বেশিরভাগ সময়ই ওখানেই থাকেন। মাঝে মধ্যে তিনি বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ওই গৃহবধু এক বছরের সন্তানকে নিয়ে চকচকাতে থাকতেন। যেহেতু স্বামী বাড়িতে থাকতেন না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অভিযুক্ত যুবক অর্জুন রায় (বিকি) ওই গৃহবধুর ঘরে গিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ একটি টিম গঠন করে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাতে শুরু করে। পুলিশ জানতে পারে, প্রতিবেশী যুবককে সকালে ওই গৃহবধুর বাড়ির কাছে দেখা গিয়েছিল। বেলা বারোটা নাগাদ ওই যুবককে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। অসংলগ্ন কথা শুনে সন্দেহ হয় পুলিশের। এরপরেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসাম ধুবড়ি জেলার হলাকুড়া এলাকার বাসিন্দা অর্পিতা সিংহের দুই বছর আগে বিয়ে হয় কোচবিহার ২ নং ব্লকের কালজানি কুড়ারপাড় এলাকার বাসিন্দা রবীন্দ্র আর্থের বিয়ে হয়। তাদের এক বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে অশান্তির কারণে স্বামী সন্তানের সাথে চকচকা এলাকায় হীরামন চন্দ্র দাসের বাড়িতে প্রায় নয় মাস ধরে ভাড়া থাকতে শুরু করেন তারা। গত রবিবার রাতে স্ত্রী অর্পিতা, মা ও এক বছরের সন্তানকে নিয়ে দিনহাটার একটি বিয়ে বাড়িতে যান স্বামী রবীন্দ্র আর্থ। বিয়ে বাড়ি থেকে চকচকার বাড়িতে ফিরে যান রবীন্দ্রের মা, স্ত্রী ও সন্তান। ছেলের বউ অর্পিতা ও নাতিকে চকচকায় রেখে কালজানি কুড়ারপাড়ের বাড়িতে ফিরে যান শাশুড়ি। এরপরেই ভোর বেলা অর্পিতার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়।

পাকা সড়কের কাজের সূচনা করলেন অভিজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:

পাকা সড়কের কাজের সূচনা করলেন ভূগমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও জেলা পরিষদের সভাপতি সুমিতা বর্মণ। তিনি একাধিক সরকারি পদেও রয়েছেন। সম্প্রতি কোচবিহারের পাটছড়ায় তিনি ওই উদ্বোধন করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬ কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজের সূচনা করেছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক ও জেলা পরিষদের সভাপতি সুমিতা বর্মণ। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পাটছড়া অঞ্চলে বস্ত্রিরহাট বাজার থেকে বাঁশতলা হয়ে দেবনাথপাড়া প্রায় ৬ কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে পাটছড়া অঞ্চলের ওই রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে স্থানীয় লোকজন পঞ্চগয়ে প্রধান ও স্থানীয় বিডিও কাছে অভিযোগ করলেও কোনও কাজ হয়নি। অবশেষে এদিন ওই রাস্তার কাজের সূচনা হয়। এদিন এবিষয়ে জেলা পরিষদের সভাপতি সুমিতা বর্মণ জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পাটছড়া অঞ্চলের বস্ত্রিরহাট বাজার থেকে বাঁশতলা হয়ে দেবনাথপাড়া পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার পাকা রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করা হয়।

কাঁটাতারে কাচের বোতল ঝুলিয়ে দিল বিএসএফ



নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলছে বিভিন্ন ধরনের কাচের বোতল। শুক্রবার সকালে এমনই দৃশ্য দেখা গেল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের তিন বিঘা সীমান্তের দহগ্রাম-আঙ্গারপোতায়। আর তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাক্ষুষ। বিএসএফ সূত্রে অবশ্য জানানো হয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ রুখতেই এমনই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পরিষ্কৃতির জেরে নতুন করে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিএসএফ ও পুলিশের জালে বেশ কয়েকজন ধরা পড়েছে। দিন কয়েক আগেই মেখলিগঞ্জ সীমান্তে ছয়জন বাংলাদেশি ধরা পড়ে। তারপরে হলদিবাড়িতে তিনজার চর থেকে আরও দু'জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়। সে সব কথা মাথায় রেখেই কাঁটাতারে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাচের বোতল। দুকুতীরা কাঁটাতারের বেড়ায় হাত দেওয়ার চেষ্টা করলেই বেজে উঠবে বোতল। তখন দুকুতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে বিএসএফ।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম নাকারেরপাড়া। উলটো দিকেই রয়েছে বাংলাদেশের দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা গ্রাম। এত দিন ওই দুই গ্রামের মাঝের প্রায় ছয় কিলোমিটার অংশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। এবারে ভারতের নাকারেরপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের সুরক্ষার জন্য সীমান্ত কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করে। গত ১০ জানুয়ারি ভারতের দিকে থাকা গ্রামের বাসিন্দারাই বিএসএফের সহযোগিতায় জিরো পয়েন্ট ঘেঁষে লোহার খুঁটি পুঁতে কাঁটাতার লাগিয়ে বেড়া দেন। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড ও বাংলাদেশের বাসিন্দাদের বাধা উপেক্ষা করে দুই কিলোমিটার জুড়ে বেড়া দেওয়ার কাজ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া না থাকার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশি দুকুতীরা রাতের অন্ধকারে তাঁদের গবাদি পশু, ক্ষেতের ফসল চুরি করে নিয়ে যায়। শীতের সময় দুকুতীদের দৌরাহায্য বাড়ে। ওই আশংকার কথা মাথায় রেখে কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কাচের বোতল।

স্যালাইন নিয়ে সমস্যা একাধিক জায়গায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের সরবরাহ করা রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন সহ মোট ১৪ ধরনের ওষুধ বন্ধ করার নির্দেশ জারি করে। এই সংস্থার বদলে অন্য বরাতপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা দ্রুত রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন সহ অন্যান্য ১৪ ধরনের ওষুধ সরবরাহ করবে বলেও জানানো হয়। তবে ওই স্যালাইন সমস্যা চলছে কোচবিহারের একাধিক হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল কলেজে। সমস্যা বলতে এখনও পর্যাপ্ত স্যালাইন সমস্ত জায়গায় পৌঁছায়নি। তুফানগঞ্জের হাসপাতালে বাইরে থেকে রোগীদের স্যালাইন কেনার পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজেও দাখলের তালিকায় রাখা হয়েছে বেশ হাজারের বেশি স্যালাইন। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ হাজারের মতো স্যালাইন নতুন করে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছায়। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে নিষিদ্ধ স্যালাইন সরিয়ে নতুন স্যালাইন দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, “পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ স্যালাইন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বাইরেও আমাদের পর্যাপ্ত স্যালাইন রয়েছে।”

পুলিশ অফিসার খুনের মামলায় জামিন পেলেন বিমল গুরুং



নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: অমিতাভ মালিক/মল্লিক খুনের মামলায় জামিন পেলেন মূল অভিযুক্ত বিমল গুরুং। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেন্শের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত এর ডিভিশন বেঞ্জ আজ এই নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে গোখাল্যান্ড ইস্যুতে বিমল গুরুং এর নেতৃত্বে উত্তপ্ত হয় পাহাড়। গোপন খবরের ভিত্তিতে বিমল গুরুংকে পাকড়াও করতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে দার্জিলিং সদর থানা এলাকার এক গোপন ডেরায় হানা দিলে শুরু হয় গুলি বৃষ্টি। সেখানেই গুলিবদ্ধ হয়ে মারা যান পুলিশ আধিকারিক অমিতাভ মালিক। শুরু হয় পুলিশি তদন্ত। এরপর তদন্তভার যায় CID-এর কাছে। ওই মামলায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন বিমল গুরুং। সেই মামলায় আজ জামিন পেলেন মূল অভিযুক্ত বিমল গুরুং।

সঙ্গীত পরিবেশন করতে গিয়ে অসুস্থ মোনালি



নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:

মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করার সময়েই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সঙ্গীতশিল্পী মোনালি ঠাকুর। ২১ জানুয়ারি দিনহাটা উৎসবে সঙ্গীত পরিবেশন করতে মোনালি। সে মতো তিনি দিনহাটায় পৌঁছেও যান। চারটি গান করে রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন মোনালি। সেখান থেকে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। ২২ জানুয়ারি অনেকটাই সুস্থতা বোধ করায় মুম্বই ফিরে যান সঙ্গীতশিল্পী মোনালি ঠাকুর। ২২ জানুয়ারি বুধবার সমাজমাধ্যমে মোনালি'র দিদি মেহলি গোস্বামী ঠাকুর সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, মোনালি অসুস্থতা বোধ করলেও হাসপাতালে ভর্তি নন। ওইদিনই দুপুরেই বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে মুম্বই ফিরে গিয়েছেন। নার্সিংহোম সূত্রের খবর, ঠান্ডাজনিত কারণে মোনালির বৃক-পিঠে কিছুটা সমস্যা হয়। তাতে তাঁর গান পরিবেশন করতে সমস্যা হচ্ছিল। দিনহাটা উৎসবের বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, “একবছর আগে আমরা ঠিক করেছিলাম

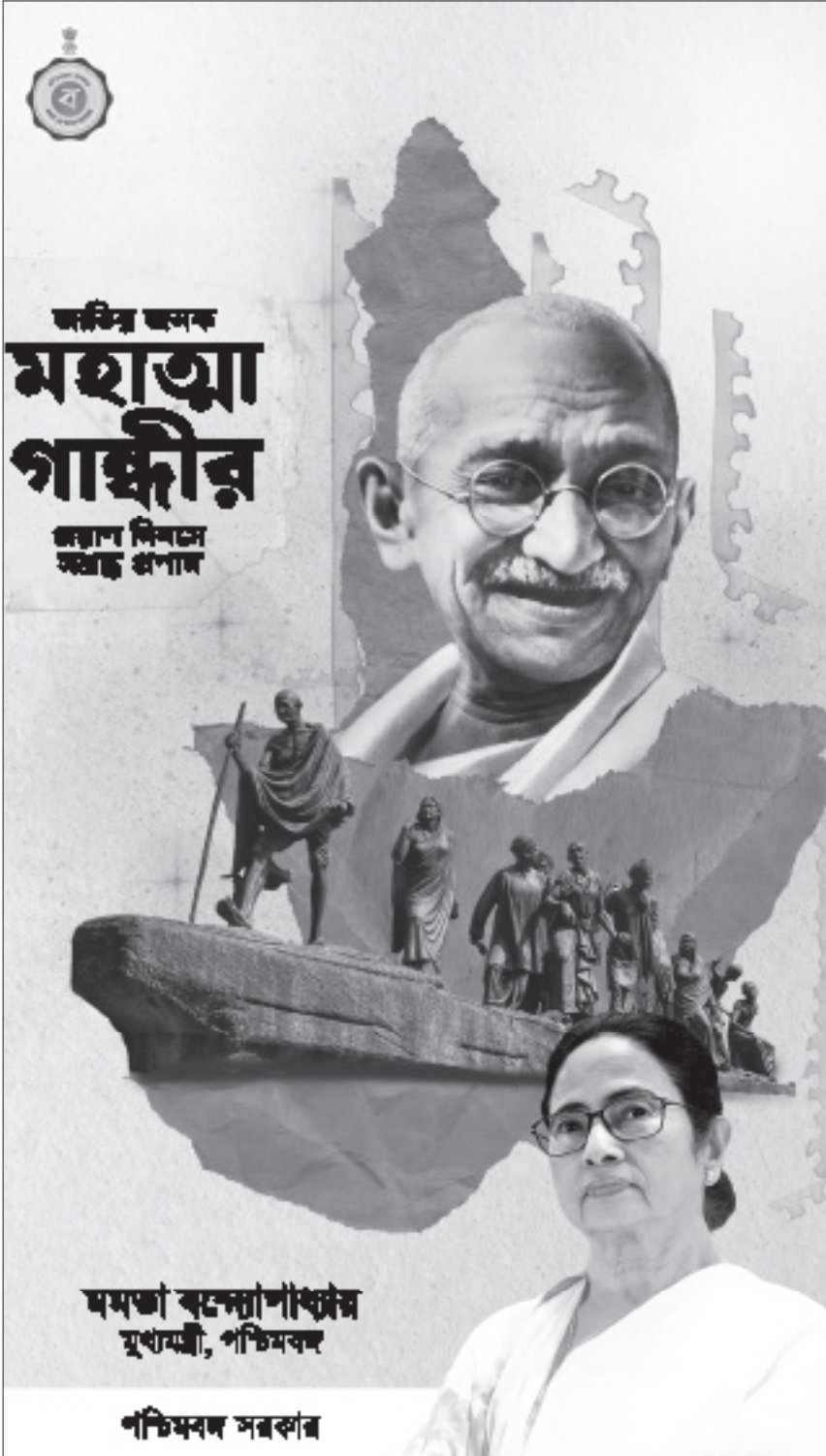
এবার মোনালি ঠাকুরকে আনবে। আমাদের দুই সঙ্গীতপ্রেমী বন্ধু মোনালিকে আনার সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সময় মতো শিল্পীর সব পাওনাগণ্য মিটিয়ে দেওয়া হয়। আমি নিজেও মোনালির গান পছন্দ করি। কাল প্রচুর মানুষ অনেক আশা নিয়ে গান শুনতে এসেছিলেন কিন্তু তারা আশাহত হয়েছেন। কিন্তু মাথানত করে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই যে কষ্ট হলেও তারা কোনরকম বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেননি। তবে এর মধ্যেই কয়েক জন ছিদ্রানুসন্ধানী তাদের পোস্টের মাধ্যমে রহস্যটা কি বুঝবার চেষ্টা করছেন। হুঁ ইঁ এতো সোজা নয় ডাল মে কুছ কালা হায়া। আপনারা খুজুন, কিন্তু সত্যিই মোনালি কাল অসুস্থ ছিল। টাকা দিয়েছি বলে তো আমরা কারও জীবন কিনে নিইনি। তাই ডাক্তারদের পরামর্শে আমরা ওর উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করিনি কারণ অনুষ্ঠানের চাইতে একজনের জীবন অনেক দামি। কেউই চাইনি আর একটি কে কে হোক। এইবার বলুন আপনি এই রকম অসুস্থ হলে কি অনুষ্ঠান দেখতে আসতেন? বা অনুষ্ঠানের আগে আমি হাসপাতালে ভর্তি হলে কি আমার বন্ধুরা অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে রাজি হতেন?

সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:

জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হল কোচবিহারে। ২৮ জানুয়ারি কোচবিহার শহরে রাসমেলার মাঠে ওই মেলার উদ্বোধন হয়। মেলার উদ্বোধন করেন কোচবিহারে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া জানান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজের হাতে তৈরি জিনিস নিয়ে এই মেলায় দেখতে আসতেন। তাদের কেটে বিভিন্ন স্টল উদ্বোধন করেন তিনি। ওই মেলা চলবে আগামী ১ লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোচবিহার জেলার সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা বলেন, “রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্যোগে সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হল কোচবিহারে।” মেলায় এখানে মোট ২৬ টি স্টল রয়েছে।

দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, কোচবিহারের মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার জেলার সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া জানান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজের হাতে তৈরি জিনিস নিয়ে এই মেলায় দেখতে আসতেন। তাদের কেটে বিভিন্ন স্টল উদ্বোধন করেন তিনি। ওই মেলা চলবে আগামী ১ লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোচবিহার জেলার সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা বলেন, “রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্যোগে সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হল কোচবিহারে।” মেলায় এখানে মোট ২৬ টি স্টল রয়েছে।



পুলিশ অভিযানের সময় বৃদ্ধা মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে তুলকালাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অভিযুক্তকে ধরতে মধ্যরাতে পুলিশ অভিযানের সময় এক বৃদ্ধা মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের হরিণচওড়া। ১৮ জানুয়ারি শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম আশিয়া বিবি (৫৫)। তাকে লাঠি দিয়ে এক পুলিশ কর্মী মারধর করেন বলেও অভিযোগ মৃত্যুর পরিবারের সদস্যদের। মৃত্যুর পরিবারের অভিযোগ, ওইদিন মধ্যরাতে আচমকা গ্রামের ভেতরে পর পর পুলিশের গাড়ি ঢুকে যায়। পুলিশ হাফেজ আলির বাড়ির সামনে গিয়ে থেমে যায় পুলিশের গাড়ি। হাফেজের মেজো ছেলে ইমজাদ আলি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের গাড়ির চালক। পুলিশ পরিবারের তিনজন হাফেজ আলি ও তাঁর দুই ছেলে আমজাদ ও ইমজাদকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বাঁধা দেয় পরিবারের মহিলা সদস্যরা। অভিযোগ, পুলিশ সেই সময় মহিলাদের লাঠি দিয়ে আঘাত করে। সেই আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন হাফেজের স্ত্রী আশিয়া বিবি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের শাস্তি এবং ধৃতদের মুক্তির দাবিতে পরেরদিন ১৯ জানুয়ারি শনিবার সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ কোচবিহার-দিনহাটা সড়ক অবরোধ করেন

স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অবরোধ চলার পরে জেলা পুলিশ কর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ওই ঘটনায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ পুলিশের বিরুদ্ধে বাড় বাড়ির অভিযোগ করেন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দু্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, “পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।” পুলিশ ওই ঘটনায় বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয়। অবরোধ তুলতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কোচবিহার পুলিশের ডিএসপি চন্দন দাস। তিনি বলেন, “ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। যাকে দোষী পাওয়া যাবে তিনি পুলিশ অফিসার হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” হরিণচওড়ায় বাঁধের রাস্তায় আমজাদের একটি চায়ের দোকান রয়েছে। ১৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই দোকানের কাছাকাছি গাড়ি পরিষ্কার করা পুলিশের গাড়ির এক চালকের সঙ্গে তার বচসা হয়। একসময় দু’জনের বচসা হাতাহাতি পর্যায়ে পৌঁছায়। ওই ঘটনা নিয়ে থানায় অভিযোগ জানান পুলিশের গাড়ির চালক। শুক্রবার রাত ১ টা নাগাদ আমজাদের খোঁজে তার বাড়িতে যায় পুলিশ। স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী আমিদুল হক বলেন, “ওই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। কোনওরকম মহিলা পুলিশ কর্মী ছাড়াই ওই অভিযান করা হয়। মহিলাদের মারধর করা হয়।”

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা মেখলিগঞ্জ সীমান্তে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের তিনবিধা সীমান্তে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা গ্রামে। ১০ জানুয়ারি শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারীদের দৌরাডা চলছে ওই এলাকায়। কেউ তা নিয়ে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলে চোরাকারবারীরা তাকে ভয় দেখায় বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় তারা কাঁটাতার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু করলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) জওয়ানরা। শেষপর্যন্ত বিজিবির বাধা উপেক্ষা করে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দেয় ভারতীয় বাসিন্দারা। উত্তেজনা প্রশমনে বিএসএফ ও বিজিবির কর্তাদের

মধ্যে তা জিয়া একটি বৈঠক হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, “সীমান্তে যাতে কোনও উত্তেজনা না ছড়ায় তার উপরে আলোচনা হয়েছে। সবাই সেই বিষয়ে সম্মত হয়েছে।” দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা ভারতীয় ভূখণ্ডে বাংলাদেশের একটি অংশ। একসময় ওই অংশে যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ থেকে কোনও রাস্তা ছিল না। ১৯৯২ সালে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির মাধ্যমে তিনবিধা করিডর নিরানব্বই বছরের লিঙ্গ দেওয়া হয়েছে। ওই করিডর দিয়ে ওই অংশের মানুষ নিয়মিত বাংলাদেশে যাতায়াত করেন। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বাসিন্দারা জানান, সেখানে প্রায় ছয় কিলোমিটার সীমান্ত উন্মুক্ত ছিল। সেই সীমান্ত দিয়ে অবাধে চোরাচালান করা হয় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। দিনের বেলা ওই করিডর দিয়ে

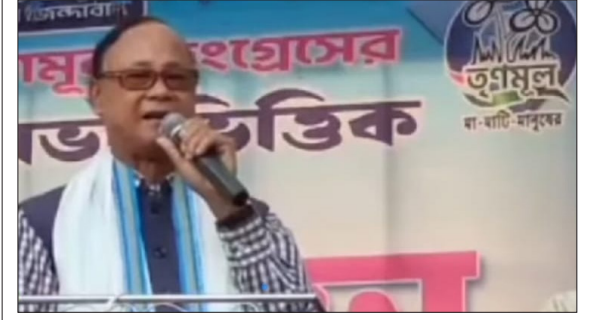
প্রতিদিন প্রচুর গরু বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। গরু পাচারের ফলে ওই সীমান্তের ভারতীয় কৃষি জমির ফসল নষ্ট হওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির জেরে ওই খোলা সীমান্ত নিয়ে ভারতীয় গ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষোভ বাড়ছিল। এদিন সকালে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। আর সেই কাজে প্রথমে বাধা দেয় বাংলাদেশের বাসিন্দারা। পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বিজিবি। ভারতীয় বাসিন্দারা কোনও ভাবেই হাল ছাড়েননি। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়ায় বিএসএফ। শুরু হয় বেড়া দেওয়ার কাজ। মেখলিগঞ্জের নাকারেরপাড়া গ্রামের বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য স্থানীয় শেফালী রায়ের স্বামী অনুপ রায় বলেন, “ছয় কিলোমিটারের মধ্যে দুই কিলোমিটার বেড়া দেওয়া হয়েছে। বাকি অংশে দেওয়া হবে।”

হেলমেট পরিয়ে বাইক চালকদের সচেতন করল খুদেদা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: “সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ” রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচি বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্যজুড়ে পালন করে আসছে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। এই কর্মসূচির ফলে কিছুটা হলেও কমানো গেছে দুর্ঘটনার শতাংশ। তবে আজও এই নিয়মকে না মেনে দোদার কিছু মানুষ চলাচল করছে প্রধান সড়কগুলিতে।

এই খামখেয়ালিপনায় আজও বেশ কিছু দুর্ঘটনা ঘটে চলছে শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায়। দুর্ঘটনাকে শূন্য শতাংশ আনার প্রচেষ্টায় ২৯ জানুয়ারি ফের জলপাইমোড় ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ট্রাফিক সচেতনতা শিবির। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, এডিসিপি ট্রাফিক অভিষেক মজুমদার, জলপাইমোড় ট্রাফিক গার্ডের আইসিআর জিবি গুহ সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠানে খুদেদা পথ চলতি বাইক আরোহীদের নিজের হাতে হেলমেট পরিয়ে সচেতনতার বার্তা দেন। পাশাপাশি পথ চলতি গাড়িতে “সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ” স্টিকার লাগিয়ে দেন উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকেরা। এদিন জলপাইমোড় থেকে একটি ট্রাফিক সচেতনতা র‍্যালি বের করা হয় যা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সিপি শ্রী সুধাকর জানান, এই ধরনের কর্মসূচির ফলে অনেকটাই দুর্ঘটনা কমানো গেছে, তবে বেশ কিছু মানুষের উদাসীনতায় মাঝেমাঝেই দুর্ঘটনা ঘটছে। তিনি জানান, মানুষ সচেতন হলেই সম্পূর্ণরূপে দুর্ঘটনার আটকানো যাবে। তাই সকলকে হেলমেট পড়ার আবেদন জানান তিনি।

রবীন্দ্রনাথ-পার্থপ্রতিমকে দলছুট হাতি বলে কটাক্ষ জগদীশের



নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়কে ‘দলছুট হাতি’ বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। ১৮ জানুয়ারি কোচবিহারের সিআইয়ে তৃণমূলের বিধানসভা ভিত্তিক কর্মীসভা হয়। সেই সভা থেকেই বক্তব্য রাখতে ‘কাকা-ভাইপো’ নামে পরিচিত জেলা তৃণমূলের ওই দুই নেতাকে আক্রমণ করেন জগদীশ। জগদীশ বলেন, “হাতির দল যদি দলছুট হয় তাহলে কোন না কোন পাড়ায় গিয়ে ঢুকে পড়ে। মানুষ সেই হাতির দলকে আগুন দিয়ে তাড়া করে কিংবা লাঠি দিয়ে। না হলে বন দফতরে খবর দেয়। তখন বন দফতরের ম্যানেজার কুনকি হাতি নিয়ে আসে। ঘুমপাড়ানি গুলি করে সেই হাতিকে আবার দলে ফিরিয়ে দেয়।” এরপরেই তিনি বলেন, “আমাদের এখানেও দু-একজন দল থেকে ছিটকে গিয়েছে। এই দল থেকে ছিটকে যাওয়ার খবর অলরেডি, আমাদের বন দফতরের মালিকের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। মালিক এসে ঘুম পাড়ানি গুলি করে হাতির পালকে ফিরিয়ে দেবে। সেদিন ওরা পালে থাকবে।” ওই সভায় ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, জেলা তৃণমূলের সভাপতি

অভিজিৎ দে ভৌমিক। দলের অপর গোস্টি বলে পরিচিত দলের প্রাক্তন সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পার্থপ্রতিম রায়কে ওই সভায় দেখা যায়নি। এর আগেও অবশ্য দিনহাটার বিধানসভা ভিত্তিক সভাতেও তারা হাজির ছিলেন না। ওই দু’জনের নাম না করে এদিনও তীব্র সমালোচনা করেন উদয়ন-জগদীশ’রা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ নাম না করে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়ের সমালোচনা করেন। ওই দুই নেতাকে ইদানিং কীর্তনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। নাম না করে উদয়ন অভিযোগ করেন, কীর্তন করার আসল উদ্দেশ্য দলের জেলা সভাপতি ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর পদ কিভাবে চলে যায় সে চেষ্টা করা। দলের জেলা সভাপতিও কটাক্ষ করে বলেন, “বিভিন্ন জায়গায় কেউ কেউ বলে বেড়িয়েছেন লোকসভায় জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া তিন লক্ষ ভোটে হারাবেন। গণনার সময় যখন পরিস্থিতি বদলায় তখন তারাই গণনা কেন্দ্রের সামনে এসে আবার মেখে সেলফি নিয়েছেন।” রবীন্দ্রনাথ ও পার্থপ্রতিম অবশ্য এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। পার্থপ্রতিম বলেন, “যারা এসব বলছেন তারাই এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।”

সম্পাদকীয়

কুর্নিশ মুখ্যমন্ত্রী

উত্তরবঙ্গের সব থেকে বড় শিল্প পর্যটন।

পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স ঘিরে ওই শিল্প গড়ে উঠেছে। ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রত্যেক বছর হাজার হাজার পর্যটক ভিড় করেন।

রাজ্যের তো বটেই, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের এমনকী বিদেশ থেকেও প্রচুর পর্যটক প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণের টানে চলে আসেন ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

গরুমাঝা থেকে জলদাপাড়া, বক্সার জঙ্গলে ভিড় করেন পর্যটক দল। তাঁদের একটি অংশ ইতিহাসের টানে চলে আসেন কোচবিহারেও।

কোচবিহারের রাজবাড়ি, মদনমোহন মন্দির পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র। এই পর্যটকদের মধ্যে ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রবেশের জন্য মাথাপিছু প্রবেশমূল্য দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ ছিল।

যে খবর পৌঁছে গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। দিন কয়েক আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ার সফরে এসেছিলেন।

সেখানে প্রশাসনিক সভা থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনওরকম প্রবেশমূল্য নেওয়া যাবে না। শুধু তাই নয় প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বন দফতরের কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন পর্যটকদের কাছ থেকে টাকা আদায় হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মুখ্যমন্ত্রীর ওই পদক্ষেপ অবশ্যই কুর্নিশ যোগ্য। সেই সঙ্গে চারদিক থেকে যেভাবে জঙ্গলকে গিলে খাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা যথার্থ হবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	: সন্দীপন পণ্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	: পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	: ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	: বিমান সরকার

হরিপুর ধাম

..... মাধবী দাস

কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি রোড ধরে রাজারহাট চৌপাখীর একটু পরেই মধুপুরমোড়। এই রাস্তায় এগিয়ে গেলে বাদিকে মধুপুর ধাম আর সোজা তোষা নদীর দিকে ১.৫ কিমি এগিয়ে গেলে ডান হাতে যে শিবস্থানটি রয়েছে তা হরিপুরধাম নামে পরিচিত। কোচবিহারের প্রাচীন মন্দিরগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই মন্দির। কোচবিহার শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১২ কিমি পথ। কোচবিহার সদরের ২নং ব্লক ও গুণ্ডিবাড়ি থানার মধুপুর গ্রামে এই মন্দিরের অবস্থান। জানা যায় শৈবধর্মের উপাসক ছিলেন কোচবিহারের রাজারা। শৈবধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবশত পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটি ১৭৬৫-১৭৮৩ সাল নাগাদ কোচবিহারের মহারাজা ধর্মেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। রাজ আমলে বিভিন্ন স্থানে এমন শিবমন্দির নির্মাণের ইতিহাস রয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমভাগে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলেও অনেকে মনে করেন। এই মন্দিরটিকে ঘিরে পৌরাণিক কাহিনিও রয়েছে একটি। স্থানীয় প্রবীণদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় সেই কিংবদন্তি-মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে বলিপুত্র বাণাসুর তথা বাণরাজার কাহিনি বর্ণিত আছে। -

বাণরাজা সহস্র বাহু দিয়ে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিল শিবের তাণ্ডব নৃত্যকালে। শিব প্রসন্ন হয়ে বাণাসুরের রক্ষার দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে শিবভক্ত বাণরাজার কন্যা উষা, স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রেমে পড়ে। উষার সখী চিত্রলেখা কৌশলে অনিরুদ্ধকে অপহরণ করে উষার কাছে নিয়ে এলে দুজনের গাঙ্কর্যমিলন হয়। উষার পিতা বাণরাজা ক্ষুব্ধ হয়ে, অনিরুদ্ধকে বন্দি করে রাখে। নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ এই খবর পেয়ে পৌত্রকে মুক্ত করতে ছুটে এলে, বাণাসুরের হয়ে শিব রুখে দাঁড়ান। উভয়ের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ হরি-হর যুদ্ধ নামে খ্যাত। কৃষ্ণ বাণের দুটো হাত রেখে সব হাত কেটে ফেলে। শিবসেনা ও কৃষ্ণসেনার যুদ্ধে রক্তের ধারা বয়ে গিয়েছিল বলে স্থানটির নাম হয় শোণিতপুর বা তেজপুর। অসমীয়া ভাষায় রক্তকে তেজ বা শোণিত বলা হয়। ব্রহ্মার হস্তক্ষেপে যুদ্ধ থামে। বাণ কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাইলে কৃষ্ণের কৃপায় দৈত্যরাজ বাণ জীবিত অবস্থায়ই মহাকাল নামে পরিচিত হয়ে শিবের পারিষদদের মধ্যে স্থান পায়। শিব উষা-অনিরুদ্ধের বিয়ে দিতে বাণকে সম্মত করান। কথিত আছে বিবাহের এই সমঝোতা হয়েছিল হরিপুরধামে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন ও মন্দির তৈরি করে দেন। অসমের তেজপুর শহরের সৃষ্টির এই কাহিনি মধুপুরের হরিপুরধামে এসে কিছুটা কল্পিত রূপ নিয়ে একাকার হল কেমন করে সেই তথ্য সবটাই ধোঁয়াশাই থেকে গেছে। তবে অনুমান করা হয় মধুপুরধামে অসমরাজ্য থেকে আগত পর্যটকদের ও নানা সময় আসা বৈষ্ণব-পরিষদদের মুখে মুখে বর্ণিত বিভিন্ন ধর্মকাহিনির শ্রুতিরপগুলো লোকশ্রুতির ধারা বেয়ে এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে বয়ে চলেছে। জানা যায় ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে এই শিবমন্দির অনেকটা মাটিতে ডুবে যায়। বর্তমানে মন্দিরটির উচ্চতা পাঁচ মিটারের মতো হলেও নির্মাণকালে উচ্চতা ছিল প্রায় আট মিটার। ভিন্নমতে দীর্ঘকাল থেকে চারপাশের মাটি এসে জমেজমে মন্দিরের উচ্চতা কমিয়ে দেয়। ইট নির্মিত চারচালা শিখরবিশিষ্ট মন্দিরটি প্রায় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তিনবিধা জমির মধ্যমণি। মন্দিরের পূর্বদিকের দেওয়ালের কার্ণিসের নীচে একটি ত্রিকোণাকার কুলঙ্গি আছে। এইদিক দিয়ে আলো প্রবেশ করে। বর্গাকার মন্দিরটির দেওয়াল প্রায় ১.৫ মিটার পুরু, তা দেখেই বোঝা যায় এটি কোচবিহার রাজআমলের নির্মাণকাজ।

মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল রয়েছে। অন্যান্য মন্দিরের মতো গম্বুজ নেই। বর্ষার জলের ঝপটা থেকে মন্দিরের ভেতরকে সুরক্ষিত রাখতে পরবর্তীকালে টিনশেড দেওয়া হয়েছে। গর্ভগৃহের ভেতরে শ্বেতপাথরে বেদির উপর কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গটি (হরি-হর শিবলিঙ্গ) যেখানে অবস্থিত তা ভূমির উচ্চতা থেকে প্রায় আট ফুট নিচে। দুটি প্রবেশদ্বার। প্রথম দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে কয়েক ধাপ নামার পর দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার। বর্তমানে দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারটির কোনও দরজা দেখতে পাওয়া গেল না। উচ্চতা এতটাই কম যে মাথা নীচু করে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। মূল শিবলিঙ্গ ছাড়াও আরও কয়েকটি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দেখা গেল মন্দিরটির প্রবেশপথের বাদিকে। এই মন্দিরের পুরোহিত বিজন চক্রবর্তী পঞ্চাশ বছর থেকে পূজা করছেন। বংশ পরম্পরায় এই দায়িত্ব তিনি পেয়েছেন। শিবরাত্রির দিন মহাসমারোহে পূজা ও অনুষ্ঠান হলেও এখানে নিত্যদিন মধ্যাহ্নে নিয়মিত ভোগ হয়। ফলমূল ছাড়াও পায়স, খিচুড়ি, অন্নভোগ দেওয়া হয়। রান্নার দেউড়ি বা জোগালি (সহায়িকা) হিসেবে বর্তমানে আছেন স্থানীয় অঞ্জলি রায়। খরচ চলে সরকারের দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড থেকে। মূল মন্দিরের ডানদিকে ও



সামনের দুটো করে মোট চারটি টিনের চালের পাকাঘর রয়েছে। এগুলোর রং মূল মন্দিরের মতোই সাদা। দেখে বোঝা যায় এই ঘরগুলো অপেক্ষাকৃত অনেক পরে নির্মিত। ডানদিকের একটি ঘরে ভোগ রান্নার ব্যবস্থা আছে। অপরটিতে নারায়ণ শিলা পূজা হয়। এখানে মোট সাতটি নারায়ণ শিলা আছে। স্থানীয় এক প্রবীণের কাছে জানতে পেরেছি, ধাতুনির্মিত মূর্তিটি চুরি হয়ে গেছে সাতের দশকে। বাকিঘরগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। মন্দিরের তিনবিধা জমি সংলগ্ন চত্বরে আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল, বেল, নিম জবা, টগর, শিউলি প্রভৃতি নানারকম ফুল ও ফলের গাছ দেখা যায়। রাস্তা থেকে মন্দিরে প্রবেশ করতে যে দ্বারটি রয়েছে সেদিক দিয়ে প্রবেশ করলে ডানদিকে একটি পাড় বাঁধানো কুয়ো রয়েছে। এখন আর ব্যবহৃত হয় না। তবে বাইরেটা যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার একটু পরেই একদম মন্দির ঘেষে একটি পশুপতি নাথের বাহনের (শুভ্র যাঁড়) মূর্তি রয়েছে। ১৯৮৯ (ইং) সালে কমিটির পক্ষে সুশীল রায়ের উদ্যোগে, কোচবিহার নিউটাউনের বাসিন্দা মণীন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্রনাথ রায় ও শচীন্দ্রনাথ রায় নামে তিনভাই শিবরাত্রির দিন পিতা-মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মূর্তিটি উৎসর্গ করেন। শিল্পী কোচবিহার চন্দনচৌড়ার খগেন রায়। তাছাড়াও সুশীল রায় ও অন্যান্য কয়েকজনের উদ্যোগে মন্দির প্রাঙ্গনে রয়েছে একটি গজমূর্তি (স্থাপিত ১৪০৪ সাল। শিল্পী শ্রী খগেন রায়) ও গরুর পাখির মূর্তি (স্থাপিত

১৪০৪ সাল। শিল্পী শ্রী খগেন রায়) নির্মিত হয়েছে। এগুলোও বিভিন্ন সময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জন কর্তৃক উৎসর্গীকৃত। একদম তোষানদীর গা ঘেঁষে তৈরি করা হচ্ছে যজ্ঞমন্দির। নির্মীয়মাণ এই যজ্ঞমন্দিরে শিবঠাকুরের নামে প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়া এখনও নিয়মিত যজ্ঞ হয়। যজ্ঞের নাম 'বিরজা যজ্ঞ'। উচ্চারণ বিকৃত হয়ে 'বিরাজা যজ্ঞ' (ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ) যজ্ঞের ধোঁয়ায় সুর ওঠে "জয় শিব ওঁকার", ভজ শিব ওঁকার"। কাশীধাম ও বেলুড়োও এই সুর ভেসে আসে যজ্ঞের সময়। এই বিরজা যজ্ঞের মধ্য দিয়েই নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর বন্ধু কালীপ্রসাদ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই যজ্ঞের খরচ চলে আসছে ভক্ত মানুষের দানে। যজ্ঞের বর্তমান পুরোহিত একমুখা রায়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি এই যজ্ঞ বাংলা ১৪০৫ সাল (১৯৯৮ ইং) থেকে শুরু হয়। একমুখা রায়ের মতো স্থানীয় অনেক শিষ্যের সদন্তর ছিলেন কোচবিহার নিবাসী অনুকূল রায়। বুদ্ধের বহুজন হিতায় যে সন্ন্যাসীর জীবনের মূল উদ্দেশ্য সেই গুরুমুখী শিক্ষা তিনি দিতে চেয়েছেন শিষ্যদের। "চরতি ভিক্ষবে চারিদিকম্, বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়।" শুরুতে একুশজনের একটি কমিটি এই

যজ্ঞমন্দিরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ প্রয়াত। বর্তমান যজ্ঞকমিটির কেশিয়ার ভলভলা রায়। তাছাড়াও যারা বিশেষ দায়িত্বে আছেন তাঁরা হলেন দীপক সূত্রধর, লালটু রায়, অগ্নি দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এখানে প্রতিদিনই প্রায় কাছেরূরের পর্যটক আসে।

এই শিবমন্দিরের উল্টোদিকে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে ধ্যান করতেন অনুকূল রায়। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যগণ ১৪০৫ সালে মাটি খুঁড়ে পাতাল ভৈরবীর মন্দির নির্মাণ করেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে চারপাঁচটা সিঁড়ি নেমে মন্দিরে ভৈরবী কালীমায়ের বিগ্রহ। ভূমি সংলগ্ন প্রবেশদ্বারের উচ্চতা ছয়ফুটের বেশি হবে না। দোচালা মন্দিরটির সম্মুখভাগ হাল আমলের টায়েলস দিয়ে সুসজ্জিত। এই ভৈরবীমায়ের বর্তমান পূজারী স্বপন চক্রবর্তী। চিক্কিরহাটে বাড়ি হলেও মন্দির সংলগ্ন পল্লুআশ্রমে তিনি বসবাস করেন। আগে এখানে একমুখা রায়ও পূজা করতেন। প্রতিবছর

দীপাবলির দিন ধুমধাম করে বাৎসরিক পূজা হয় এখানে। এই পূজাও স্থানীয় মানুষ ও ভক্তদের দানেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিতাপূজা মূলত ফলমূল মিষ্টি দিয়ে হলেও বিশেষ ভক্তদের ইচ্ছেয় ও মানতে বছরের যে কোনও দিন ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। মন্দিরটির প্রবেশদ্বার অপরূপ। প্রাচীন বটগাছটি হয়তো বাড়ে ভেঙে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল অথবা বুরি নেমে মাটিতে শিকড় ছড়িয়েছে। সেই ঝুঁকে পড়া ভালের নীচ দিয়ে মাথা হেঁট করে মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে হয়। এ যেন ভৈরবীমায়েরই ইচ্ছে। তবে বাদিকে একটি সাধারণ উন্মুক্ত প্রবেশপথ আছে। এই পথেও অনেকেই মন্দির প্রাঙ্গনে যাতায়াত করে থাকে। মুখোমুখি এই দুটি প্রাচীন ও অর্বাচীন মন্দিরের অবস্থানের সীমান্তে বয়ে চলেছে কোচবিহারের সুখ দুঃখের বাহন তোষানদী। নদীতে উপর দিয়ে রেলপথ দেখা যায়। রয়েছে বেশ কয়েকটি নৌকা। অনেক পর্যটকেরা নৌকায় তোষাবক্ষে ঘুরে বেড়ায় ও পারাপার করে। এই তোষার চর এলাকাটি শীতের মরশুমে হয়ে ওঠে পিকনিক স্পট। নাব্যতা হারানো নদী বর্ষায় ফুলেফেঁপে সমতলের ভাঙন ধরিয়ে যত এলাকাবাসীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে মানুষ তত বেশি পরিত্রাতা হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে শিব-কালীকে। কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'। তাই জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভক্তিশ্রদ্ধায় প্রাচীন ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট এই এলাকার প্রায় প্রতিটি জনসাধারণ।

ফের উত্তেজনা তিনবিঘা সীমান্তে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের উত্তেজনা তৈরি হল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সীমান্তে। কিছুদিন আগে মেখলিগঞ্জ ব্লকের তিনবিঘা সংলগ্ন খোলা সীমান্ত নাকারের বাড়িতে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। তবে বাধা উপেক্ষা করেই ফসল বাঁচাতে জিরো সীমান্তে উন্মুক্ত প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেন গ্রামবাসীরা। এবারে সেই বেড়া আরও মজবুত করার কাজ শুরু করলে বাধা দেয় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ২৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার তা নিয়ে বিজিবি ও নাকারের বাড়ির

বাসিন্দাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। সেই সময় গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ায় বিএসএফ। এমনই একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিজিবি-এর সদস্যরা অস্থায়ী বেড়া দিতে আপত্তি করছেন। তারপরেও ভারতীয় গ্রামবাসীরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামবাসীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শেফালি রায়ের স্বামী অনুপ রায় বলেন, “আমরা কাঁটাতারের বেড়া মজবুত করার জন্য বাঁশ দিয়ে ভালো করে তা বাধার কাজ করছিলাম। যতটা বাঁশ জোগান ছিল তা দিয়ে কাজ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাকি কাজ

করা হবে। তিনবিঘা করিডর চুক্তি অনুযায়ী শূন্য সীমানায় বেড়া দেওয়া যাবে।” স্থানীয় এক কৃষক বলেন, “নিজেদের ফসল বাঁচাতে আমরা কাঁটাতারের বেড়া মজবুত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। কিন্তু বিজিবি এসে বাধা দেয়। সেই বাধা উপেক্ষা করেই আমরা কাজ করেছি।” এনিয় বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, “বাসিন্দাদের সঙ্গে আমরা আছি।” দিন কয়েক আগেই ওই সীমান্তে বিজিবি এবং বাংলাদেশিদের বাধা উপেক্ষা করেই কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিল ভারতীয় গ্রামবাসীরা। ঘটনার পর থেকেই সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি দেখা গিয়েছিল।

পাশের জেলায় এলেও কোচবিহারের কাউকে ডাকলেন না মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:

পাশের জেলায় প্রায় তিনদিন কাটালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু’দিন সরকারি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন। কিন্তু ওই কর্মসূচির একদিনও ডাক পেল না কোচবিহার। মানে কোচবিহারের প্রশাসনিক কর্তা থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কাউকেই মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ডাকা হয়নি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী হিসেবে শুধু উদয়ন গুহ ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে। উদয়ন গুহ দিনহাটার বিধায়ক। উদয়ন মুখ্যমন্ত্রীর সভাতে বক্তব্যও রেখেছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। ওই সময়ের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করার চেষ্টা করেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। গাড়ি থামিয়ে অভিজিৎের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে কথা বলতেও দেখা যায়। দু’জনের মধ্যে ঠিক কি কথা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। অভিজিৎ ওই বিষয়ে কিছু জানাননি। ২১ জানুয়ারি মালদহ থেকে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। ওই দিন রাতে মালদ্ধীতে



ছিলেন তিনি। পরের দিন ২২ জানুয়ারি যিনি আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ার প্রশাসনকে নিয়েই সভা করেন তিনি। পরের দিন ২৩ জানুয়ারি সুভাষিনি চা বাগানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। কোচবিহারের প্রশাসনিক কর্তা থেকে জনপ্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ডাক পড়তে পারে আশায় পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। দফতরে দফতরে চলছে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল। আবাস যোজনা, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, থেকে রূপশ্রী, সবুজ সাথী সব কিছুর রিপোর্ট

তৈরি করে রাখা হয়।” দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আশঙ্কা করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী যে কোনও সময় দলের নেতাদের ডেকে কথা বলতে পারেন। এমনটিই কোচবিহারে এখন তৃণমূলের দলীয় কোন্দল চরম পর্যায়ে রয়েছে। প্রায় প্রতিদিন একপক্ষ আরেকপক্ষকে বিধে বক্তব্য রাখছেন। সমাজমাধ্যমেও দুইপক্ষের লড়াই চলছে। যা নিয়ে কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন নিচুতলার কর্মীরা। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডেকে যদি সে সব প্রসঙ্গ তোলেন তাহলে কার কি বক্তব্য হবে তা সাজিয়ে রেখেছিলেন দুই পক্ষ। শেষপর্যন্ত অবশ্য কেউ ডাক পাননি।

জোড়া খুনে অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিনহাটার ভেটাগুড়িতে জোড়া খুনে শাসক দলের এক পঞ্চায়েত সদস্য যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ১৫ জানুয়ারি বুধবার কোচবিহারের দিনহাটা থানার ভেটাগুড়ির বালাডাঙ্গা ওই ঘটনায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য সহ পাঁচজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করে এক মৃতের পরিবারের সদস্য। ১৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাতে উত্তর বালাডাঙ্গা থেকে হাসানুর রহমান (৩৫) ও আইছার মিয়া (৫৫) নামে দুই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। হাসানুরের স্ত্রী সায়ারা বানু অভিযোগ করেন, তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জাকির মিয়া সহ বেশ কয়েকজন ওই ঘটনার সাথে যুক্ত। তাঁর দাবি, পুরনো শত্রুতার জেরে বালাডাঙ্গা গ্রামের পঞ্চায়েত জাকির মিয়া এবং তার সঙ্গীরা তাঁর স্বামীকে

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। হাসানুরকে যখন খুন করা হয়েছিল ঠিক সেই সময় আইছার সেটা দেখে বাধা দেয়। তার জন্য তাকেও খুন করা হয় বলে দাবি সায়ারা বানুর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দু’জন বারো বছর আগে মাথাডাঙ্গার একটি সোনার দোকানের ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় জড়িত। দু’জনকে গ্রেফতারও করে পুলিশ। তার মধ্যে হাসানুর জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। এরপরেই হাসানুর আইছার স্ত্রীকে উত্যক্ত করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। সে খবর পৌঁছে যায় আইছারের কাছে। পাঁচ বছর আগে ফের আরেকটি মামলায় জেল হয় হাসানুরের। সেখানে আইছারের স্ত্রীকে উত্যক্ত করা নিয়ে দু’জনের মধ্যে বিবাদ হয়। মাস পাঁচেক আগে জেল থেকে

ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফেরেন দু’জন। ওইদিন ফের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পুরনো ঘটনা নিয়ে দু’জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পুলিশের ধারণা, ওই বচসা থেকেই দু’জন দু’জনের উপরে হামলা করে। তাতে মৃত্যু হয়। হাসানুরের স্ত্রী অবশ্য তা মানতে নারাজ। দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র বলেন, “পাঁচজনের নামে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সবটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য জাকির ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, “এদিন রাতে অন্যদের মত আমিও বাজারে ছিলাম। চিংকার চোঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি দু’দিকে দু’জন পড়ে রয়েছে। হাসানুরের পরিবার পুরনো একটি মামলায় আমাকে ইচ্ছে করে ফাঁসিয়েছিল। এবারও ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে।”

শাসক দলের শিক্ষক সংগঠনের নতুন কমিটি ঘোষণা হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিল তৃণমূল। শুরু হল শিক্ষক সংগঠনের নেতা বাছাই করা দিয়ে। জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে শিক্ষক সংগঠনের কমিটি ঘোষণা করে তৃণমূল। নতুন-পুরনো মিলিয়েই ওই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজের পারফরম্যান্স দেখেই নতুন কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারে তিন ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত কমবয়সীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনে কোচবিহার জেলা সভাপতি করা হয়েছে সুব্রত নাহাকে। অশেষ বসাককে সরিয়ে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দিনহাটার বাসিন্দা সুব্রত। দিনহাটা শহরের একটি স্কুলেরই তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের সঙ্গেও সুব্রতকে বেশি সময় দেখা যায়। অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির শিক্ষক নেতা হিসেবেও সুব্রতের পরিচয় রয়েছে। সংগঠনের একটি অংশের মতে, সুব্রত জেলা সভাপতি হওয়ায় প্রাথমিক সংগঠন আরও মজবুত হবে। মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনে ফের কোচবিহার জেলা সভাপতি করা হয়েছে মানস ভট্টাচার্যকে। মানস অনেকদিন ধরেই ওই দায়িত্ব পালন করছেন। দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের পাশে মানসকে সবসময় দেখা হয়। মানসের নেতৃত্বে সংগঠন আগের থেকে অনেক শক্তিশালী হয়েছে বলেই পুনরায় তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছে দল। কলেজ শিক্ষক সংগঠন ওয়েবকুপার ফের কোচবিহার জেলা সভাপতি করা হয়েছে সাবলু বর্মণকে। এর আগেও সাবলু ওই দায়িত্বে ছিলেন। তিনি মাথাডাঙ্গা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন। কোচবিহার পঞ্চায়েত বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার সভাপতি করা হয়েছে মাধবচন্দ্র অধিকারীকে। প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি সুব্রত বলেন, “দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দলের



জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল নেতাদের ধন্যবাদ জানাই। তারা আমার উপরে যে আস্থা রেখেছেন আমি তা পালন করার চেষ্টা করব। সংগঠনকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও মানুষের সামনে তুলে ধরব।” মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের মানস বলেন, “দল আবার আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। দলের সেই আস্থার কথা মাথায় রেখেই সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলব।” ওয়েবকুপার সাবলু বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের আস্থার দিকে নজর রেখেই আগামীতে কাজ করে সংগঠন আরও শক্তিশালী করব। কিছুদিন ধরে কোচবিহার তৃণমূলে দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তারই মধ্যে দলে নতুন কমিটি গঠনের কথাও চলছে জোরকদমে। এই সময়ে কাকে রাখা হবে আর কাকে রাখা হবে না তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরের সময়ে শিক্ষক সংগঠনে রদদল করা হল। তাতে অবশ্য নতুন-পুরনো মিলিয়েই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পছন্দের চা ব্লেন্ড তৈরীর সুযোগ এনে দিল মাঝের ডাবরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: সুরা প্রেমীদের কাছে ‘ব্র্য ইওয়ার ওন ব্লেন্ড’ অতি পুরোনো একটি শব্দবন্ধ হলেও, চা পানের ব্যাপারে চা প্রেমীদের কাছে এই শব্দ যেমন নতুন, তেমন ব্যবস্থাটিও একেবারে নতুন। এমনকি যারা চা পানের প্রথাগত ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে এখানে একেবারে



রেখে এবার মাঝের ডাবরি চা বাগান কর্তৃপক্ষ, বক্সার জঙ্গলের পাশে, তাদের চা বাগানের মাঝে তৈরী এক্সক্লুসিভ টি লাক্সে নানান ধরনের প্রাকৃতিক ব্লেন্ডে চায়ের সম্ভার নিয়ে তৈরী সকলের জন্য। এখানে গ্রাহকরা ফুল, ফল ও মশলা মিলিয়ে মোট ৪২ ধরনের চায়ের ব্লেন্ড পছন্দমত তৈরী করে লাক্সে পান করতে যেমন পারবেন, তেমন নিয়েও যেতে পারবেন। ব্লেন্ডের তালিকায় রয়েছে অশ্বগন্ধা, এলাচ, হলুদ, আদা, লবঙ্গ, আম, আনারস, গোলাপ, স্ট্রবেরি সহ আরও বহু চায়ের ব্লেন্ড। প্রতিটি

ব্লেন্ডই প্রাকৃতিকভাবে তৈরী, এখানে কৃত্তিম কোনো ফ্লেভরের গন্ধ নেই। ব্লেন্ডগুলো প্রাকৃতিক হওয়ায় বহুদিন সংরক্ষণও করা যাবে যে কোনো পরিবেশে। মাঝের ডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, “এতদিন ধরে শুধুমাত্র সুরা প্রেমীরাই ‘ব্র্য ইওয়ার ওন ব্লেন্ড’ এর সুযোগ পেতেন, এখন আমরা চা রসিকদেরও ওই ধরনে ব্লেন্ড বাছাই করার সুযোগ এনে দিলাম। চায়ের ইতিহাসে এই ধরনের এই উদ্যোগ মাঝের ডাবরিই প্রথম শুরু করলো।”

শক্তি পাম্পস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের অর্থ বছর ২৫-এর তৃতীয় কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ

কলকাতা: শক্তি পাম্পস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (SPIL) অর্থ বছর ২৫-এর তৃতীয় কোয়ার্টারের নাইন এম এর আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। তারা এবছর একটি শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। অপারেশন থেকে রাজস্ব বছর প্রতি ৩০.৯% বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪৮৮ মিলিয়নে। ইবিআইটিডিএ ১১৭.৬% বেড়ে ১৫৪৪ মিলিয়ন হয়েছে। মার্জিন সম্প্রসারণ হয়েছে ২৩.৮%। পিএটি বেড়েছে ১৩০.২%। অর্থ বছর ২৫-এর তৃতীয় কোয়ার্টারের ফল ১৬.০% পিএটি মার্জিন সহ ১০৪০ মিলিয়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপারেশন থেকে আয় ১৮,৫০৯ মিলিয়ন, বছরে ১৪৩.১% বেশি। ইবিআইটিডিএ ২৩.৭% মার্জিন সহ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৯০ মিলিয়ন। পিএটি ১৬.১% মার্জিন সহ হয়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৮১ মিলিয়ন। কোম্পানির চেয়ারম্যান, মি দীনেশ পতিদার, অর্ডারের কার্যকারিতা বাড়াতে,



অপারেশনাল দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কর্মক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্য স্থির করেছে। ২০৭০০ মিলিয়ন অর্ডার বুক পজিশনকেও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে

দেখিয়েছে। তিনি বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য বৈদ্যুতিক মোটর এবং কন্ট্রোলার তৈরিতে প্রবেশ করার জন্য কোম্পানির বৈচিত্র্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এলজি ইলেকট্রনিক্স ভারতে নতুন সাউন্ডবার চালু করল



কলকাতা: এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া লিমিটেড তাদের নতুন সাউন্ডবার এলজি এস৯৫টিআর এবং এলজি এস৯০টিওয়াই চালু করেছে। এগুলির সঙ্গে রয়েছে ওয়্যারলেস ডলবি আটমস এবং সত্যিকারের ওয়্যারলেস রিয়ার সারাউন্ড স্পিকার। হোম এন্টারটেনমেন্ট বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা এই মডেলগুলি উচ্চমানের সাউন্ড কোয়ালিটি ও আধুনিক নকশা-যুক্ত, যা এলজি টিভির সঙ্গে নিখুঁত সংহতি নিশ্চিত করতে সক্ষম।

ফ্ল্যাগশিপ এস৯৫টিআর ৮১০ ওয়াট পাওয়ার আউটপুট, ১৭টি স্পিকার এবং ৯.১.৫ চ্যানেল নিয়ে গঠিত, যার উন্নত বৈশিষ্ট্য (যেমন ৩ডি স্প্যাটিয়াল সাউন্ড টেকনোলজি) ওয়্যারলেস সংযোগের মাধ্যমে একটি দারুণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এর দাম ৮৪,৯৯০ টাকা। অন্যদিকে, এস৯০টিওয়াই ৫.১.৩ চ্যানেল সেটআপ এবং ৫৭০ ওয়াট আউটপুট-সহ ৬৯,৯৯০ টাকায় উপলব্ধ।

এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর (হোম এন্টারটেনমেন্ট) ব্রায়ান জাং বলেছেন, এই সাউন্ডবারগুলি এলজির হোম এন্টারটেনমেন্ট প্রযুক্তি উন্নত করার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন, যা ভারতীয় গ্রাহকদের বিকাশমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে। সাউন্ডবারগুলি এখন বিভিন্ন রিটেল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-সহ এলজি.কম-এ ক্রয়ের জন্য উপলব্ধ।

ফ্যাশন জগতে প্রবেশ করছে ব্লেভার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর



কলকাতা/শিলিগুড়ি: সম্প্রতি, ব্লেভার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর তার সবচেয়ে আইকনিক সংস্করণের লঞ্চ করেছে, ‘দ্য ওয়ান অ্যান্ড ওনলি,’ যা বিশ্ব জুড়ে ফ্যাশন জগতে সঙ্গীত এবং বিনোদনের এক অনন্য মিশ্রণ। ২০২৫ এর এই ট্যুরটি এমন একটি অত্যাধুনিক অবতার উন্মোচন করবে যা অসাধারণতার সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং ফ্যাশন শিল্পকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (FDCI) এর সাথে সহযোগিতা করে এই ফ্যাশন ট্যুরটি ভারতের সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন ফ্যাশন ভয়েস এবং স্টাইল আইকনদের প্রদর্শন করবে। এর মাধ্যমে কোম্পানি গ্ল্যামারাস এবং আনন্দময় সারাংশ উদযাপন করবে।

গুরুগ্রামে ভারতের ফ্যাশন আইকন রোহিত বলের এক জমকালো উদযাপন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ফ্যাশন, বলিউড, মিডিয়া এবং ব্যবসায়িক জগতের ৭০ জনেরও বেশি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করবেন, যারা বছরের পর বছর ধরে তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন। একইসাথে এটি মুম্বাইতে, তরুণ তাহিলিয়ানির সাথে একটি বিবৃতি তৈরির মাধ্যমে ফ্যাশন প্রদর্শনী উপস্থাপন করেছে। সফরটি সাম্প্রতিক ভারতীয় ফ্যাশনের নিয়ম ভেঙে বিশ্বের জন্য এটিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করবে। এই সফরে চণ্ডীগড়, গুয়াহাটি এবং ভাইজাগের

ফ্যাশন চিত্র অন্বেষণ করা হবে, যার লক্ষ্য ভবিষ্যতের জন্য নতুন মান স্থাপন করা। চণ্ডীগড়ে, কণিকা গোয়েল এবং জ্যাকলিন ফার্নান্দেস রাস্তার স্টাইলের শিল্প এবং হাউট ফ্যাশন প্রদর্শন করবেন, অন্যদিকে জেওয়া কিং এবং টাইগার শ্রফ সৃজনশীলতার সাথে AT-LEISURE-এর অনন্য দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্রিত করবেন। আবার, ভাইজাগে, অক্ষিত বনসালের সাথে তামান্না ভাটিয়া ব্রোনি ফ্যাশনকে ভবিষ্যত প্রযুক্তির সাথে একীভূত করবেন।

এই বিষয়ে কার্তিক মহিন্দ্রা, চিফ মার্কেটিং অফিসার, পের্নড রিকার্ড ইন্ডিয়া বলেছেন, “এই বছরের ব্লেভার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর আইকনিক এবং ফ্যাশন জগতের ‘একক এবং একমাত্র’ প্রবেশদ্বার হয়ে ওঠার দিকে আমাদের একটি সাহসী পদক্ষেপ। আমরা FD-CI-এর সাথে সহযোগিতা করতে পেরে আনন্দিত, যা নতুন শহরগুলিতে ডিজাইনার, সেলিব্রিটি এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করবে।”

আশীষ সোনি বলেন, “ব্লেভার্স প্রাইড ফ্যাশন ট্যুরের কিউরেটর হিসেবে, দ্য ওয়ান অ্যান্ড ওনলি’ প্ল্যাটফর্মের আইকনিক এবং এন ফ্যাশন অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করা সত্যি রোমাঞ্চকর। এর প্রতিটি ধারণা ফ্যাশন, গ্ল্যামার এবং সৃজনশীলতার একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা, যা আপনাকে ব্লেভার্স প্রাইডের অসাধারণ জগতে আমন্ত্রণ জানায়।”

উজ্জীবন ব্যাংকের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল ঘোষিত হল



কলকাতা: উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। ২০২৫ অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম এরকম:

অ্যাসেটস: (১) মোট ঋণ ৩০,৪৬৬ কোটি টাকা, বছরে ৯.৮% বৃদ্ধি, (২) নিরাপদ ঋণ ৩৯.৩% (ডিসেম্বর '২৪)। সংগ্রহ ও অ্যাসেট কোয়ালিটি: (১) সংগ্রহের দক্ষতা ~৯৬%, (২) ঋণিগণ পোর্টফোলিও ৫.৪%। ডিপোজিটস: ডিপোজিট ৩৪,৪৯৪ কোটি টাকা, ১৬.৩% বৃদ্ধি। আর্থিক তথ্য: ২০২৫ অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে এনআইআই Q3FY25 NII ৮৮৭ কোটি টাকা, ৩.১% বৃদ্ধি। উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকের এমডি ও সিইও সঞ্জীব নোতিয়াল বলেন, “আমাদের লোন বুক-এর বৈচিত্র্য ও নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি। আগামী দিনে গ্রাহকদের জন্য সুদের হার কমানো হবে।”

বিহারে প্রবেশ করে ভারতে উপস্থিতি প্রসারিত করেছে ইসুজু



কলকাতা: জাপানের ইসুজু মোটরস লিমিটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া ভারতে চারটি নতুন টাচ পয়েন্ট খুলেছে, যার মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর এবং বিহারের পাটনার দুটি নতুন 3S ডিলারশিপ এবং তেলঙ্গানার খাম্মাম এবং মহারাষ্ট্রের রত্নগিরির দুটি নতুন অনুমোদিত পরিষেবা কেন্দ্র (ASC)। এই নতুন সংযোজনের মাধ্যমে, গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং নিরবচ্ছিন্ন মালিকানার অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করতে ইসুজু ভারত জুড়ে ৭২টি স্থানে তার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করেছে। ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া ইন্দোরের জন্য সাগর ইসুজু এবং বিহারের ইম্পেরিয়াল ইসুজু-এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিহারে তার ব্র্যান্ড সম্প্রসারণ করেছে। একইসাথে, কোম্পানি তেলঙ্গানার খাম্মাম এবং

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে নতুন ASC খুলেছে, যা যথাক্রমে বিয়ন্ড অটো কেয়ার এবং শাইন ইসুজু পরিচালিত করছে। শাইন ইসুজু কোলহাপুরে একটি 3S সুবিধাও পরিচালনা করেছে। শুধু তাই নয়, ইসুজু সমস্ত কর্মী সদস্যদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষিত করা হবে যাতে তারা ব্যতিক্রমী গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে। এই নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সম্পর্কে, ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়ার সভাপতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী রাজেশ মিত্তল বলেন, “আমাদের ক্রমাগত নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের ফলে ব্র্যান্ডের অগ্রগতি এবং গ্রাহক সেবার প্রতি নতুন মান স্থাপন করতে পেরে আমরা মনোহর। ডিলারশিপ এবং পরিষেবা কেন্দ্র সংযোজনের মাধ্যমে, আমরা দেশজুড়ে ইসুজু গাড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সু-অবস্থানে রয়েছি।”

ফিশ লাইস নিয়ন্ত্রণের জন্য গোডরেজ অ্যাগ্রোভেট-এর আর্গোরিড



তমলুক/কাঁধি: গোডরেজ অ্যাগ্রোভেট লিমিটেড, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)-সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশন-এর (সিআইএফই) সঙ্গে সহযোগিতায় ‘আর্গোরিড’ নামে একটি নতুন ফিশ লাইস নিয়ন্ত্রক এনেছে। আর্গোরিড আর্গুলাস সংক্রমণ মোকাবিলায় জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা ভারতের প্রায় ৪৮% মৎসচাষের জলাশয়ের ক্ষতি করে এবং বার্ষিক ৬২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতির কারণ। আর্গোরিড পরজীবী সংযুক্তির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি নিরাময়ে সহায়তা করে এবং মাছের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি

করে। গোডরেজ অ্যাগ্রোভেটের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলরাম সিং যাদব জানিয়েছেন, গোডরেজ অ্যাগ্রোভেট মৎসচাষী পরিবারের উন্নতি ও কৃষি খামারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণাভিত্তিক সমাধান তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি শিল্পে অগ্রগতির জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের গুরুত্বও উল্লেখ করেন।

আইসিএআর-সিআইএফই-এর বিজ্ঞানী ডঃ মোহাম্মদ আকলাকুর আর্গোরিডকে একটি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হিসেবে প্রশংসা করে বলেছেন, এই ফর্মুলেশনটি মাছের লাইস দূর করে এবং একইসাথে

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও মাছের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। গোডরেজ অ্যাগ্রোভেট-এর সিইও-অ্যাকোয়াফিড বিজনেস, ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জী উল্লেখ করেছেন, আর্গোরিড ভারতের অ্যাকোয়াফিডের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

গোডরেজ অ্যাগ্রোভেটের অ্যাকোয়া ফিড বিজনেস প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও সাফল্যের তথ্য প্রচারের মাধ্যমে মাছচাষীদের জন্য একটি সমন্বিত সহায়তার পরিবেশ তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে প্রধান অন্তরায়গুলির নিরসনে সহায়ক।

কলকাতায় নতুন এমআরও হ্যাভআস অ্যারোটেকের



কলকাতা: হ্যাভআস অ্যারোটেক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১১.৫ কিলোমিটার দূরে কলকাতায় এমআরও সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করেছে। কোম্পানিটি এই নতুন সুবিধায় ৫০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে,

যা ১০০-১৫০ জন অত্যন্ত দক্ষ মহাকাশ প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। এই বিশেষ সুবিধা থেকে তৈরি হবে হুইল এবং ব্রেক, এভিওনিক্স এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম। কলকাতা এমআরও সুবিধা তৈরি হ্যাভআস অ্যারোটেকের এক

বিশেষ পরিকল্পনার অংশ। এমআরও খাতে সরকারের “আত্মনির্ভর ভারত” (মেক-ইন-ইন্ডিয়া) দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখে তারা এই এমআরও সম্প্রসারণ করছে। কোম্পানির লক্ষ্য পূর্ব ভারতের অব্যবহৃত বাজারে প্রবেশ, শাস্ত্রীয় মূল্যে প্রতিবেশী এশীয় দেশ থেকে বিমান পরিষেবা নিয়ে আসা। হ্যাভআস অ্যারোটেকের প্রতিষ্ঠাতা এবং এমডি, অংশুল ভার্গব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কলকাতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন যে কলকাতায় হ্যাভআস এমআরও ভারতে পরবর্তী এমআরও বিপ্লব নিয়ে আসতে চলেছে। হ্যাভআস অ্যারোটেক কলকাতাকে পরবর্তী আসন্ন এমআরও হাব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে সহায়তা চেয়েছে। তাদের সহায়তায়, কোম্পানিটি কলকাতাকে একটি প্রাণবন্ত এমআরও কেন্দ্রে পরিণত করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। কোম্পানিটি তার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে মুম্বাইতে একটি বিশাল এমআরও ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা করছে, যা ভারতীয় এমআরও সেক্টরে তার উপস্থিতি বাড়াবে।

এনএইচসি ফুডস-এর অর্থবছর ২৫-এর তৃতীয় প্রান্তিকে নিট মুনাফায় ৩৮৪% বৃদ্ধি

কলকাতা: কৃষিপণ্য এবং মশলার শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক এনএইচসি ফুডস ফুডস লিমিটেড, অর্থ বছর ২৫-এর তৃতীয় প্রান্তিকে এসে নিট মুনাফায় ৩৮৪% উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। এবছর মুনাফা ২০৮.৩৩ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। ম্যানেজমেন্ট থেকে রাজস্বও ৫৮% বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩৫২.৯৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া নয় মাসে কোম্পানির নিট মুনাফা ৩৮৪% বৃদ্ধি পেয়ে ৬১৪.৩০ লক্ষ টাকায়

দাঁড়িয়েছে, যেখানে ম্যানেজমেন্ট থেকে রাজস্ব ৬৪% বৃদ্ধি পেয়ে ২১৪২০ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণ, উৎপাদন, প্রযুক্তি এবং গবেষণা ও উন্নয়নে কৌশলগত বিনিয়োগের উপর মনোনিবেশ করে কোম্পানি শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। এনএইচসি ফুডস একটি অত্যাধুনিক তিল বীজ পরিষ্কার ও ছাঁটাইয়ের মেশিন স্থাপন করেছে এবং তার প্রধান মশলা ব্র্যান্ড ‘সাজ’ কে নতুন করে সাজাতে

তহবিল বরাদ্দ করেছে। কোম্পানিটি ইনওয়েলকো সায়েন্স প্রা. লি.-তে বিনিয়োগের জন্য ইতিমধ্যে নীতিগত অনুমোদনও দিয়েছে। ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, ফুল টাইম ম্যানেজার মিঃ সত্যম জোশী বলেছেন, “এনএইচসি ফুডস-এর কর্মক্ষমতা এতটাই ভালো যে তারা যেকোনও চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে কাজ করেও শীর্ষ স্থান ধরে রাখতে পারে। যা আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।”

প্রতিদিন অ্যালমন্ড খাওয়ার ৮টি উপকারিতা



কলকাতা: প্রতি বছর ২৩শে জানুয়ারী পালিত জাতীয় অ্যালমন্ড দিবস, এটি প্রতিদিনের ডায়েটে অ্যালমন্ড বাদাম অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব তুলে ধরে। ছোটবেলা থেকেই আমাদের মা এবং ঠাকুমার দিনে অন্তত একবার অ্যালমন্ড খাবার উপদেশ দিতেন। এমনকি, ২০০ টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই উপদেশকেই সমর্থন জানানো হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যালমন্ডের স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক, যা সামগ্রিক সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিশেষ উদযাপনকে আরো স্মরণীয় করে তুলতে ম্যাক্স

হেলথকেয়ার - নয়াদিল্লির ডায়েটেটিভের আঞ্চলিক প্রধান ঋতিকা সমাদার প্রতিদিনের ডায়েটে অ্যালমন্ড যোগ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে এই বাদামটি ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন, রাইবোফ্লাভিন, জিঙ্ক, ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি মতোন ১৫টি অপরিহার্য পুষ্টিতে সমৃদ্ধ, যার স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক। এমনকি, ICMR-NIN - ও ভারতীয়দের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অ্যালমন্ড যোগ করার পরামর্শ দিয়েছে। অ্যালমন্ড স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বককেও উজ্জ্বল করে, কারণ এতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বার্বাক

রোধ করতে সহায়তা করে। ঋতিকা আরও জানান যে, বাদামটি পেশী ভরের বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণেও ব্যাপক সহায়তা করে। অ্যালমন্ড, ভিটামিন বি২, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাসের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ, যা খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে, শারীরিক কার্যকলাপ এবং শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অ্যালমন্ড একটি পুষ্টিকর খাবার যা ওজন নিয়ন্ত্রণে, কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে। এটি কার্ভোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার থেকে রক্তে শর্করার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। এমনকি এটি উপবাসের সময় ইনসুলিনের মাত্রাকে উন্নত করে। পুষ্টির শক্তিশালী মিশ্রণের ফলে, FSSAI - ও প্রতিদিনের ডায়েটে নিয়মিত অ্যালমন্ড খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, কারণ এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সামগ্রিকভাবে, বাদাম সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি স্মার্ট পছন্দ।

সেন্টারফুটের নতুন ক্যাম্পেইন- “ক্যাসি জিভ লাপলাপায়ে”



কলকাতা: পারফেক্টি ভ্যান মেলের সেন্টারফুট, একটি নতুন ক্যাম্পেইন চালু করেছে যা এর দুর্দান্ত স্বাদের কথা তুলে ধরে। “ক্যাসি জিভ লাপলাপায়ে” সেন্টারফুটের একটি মনে রাখার মতো ট্যাগলাইন। সেই ট্যাগলাইন ব্যবহার করেই সেন্টারফুট আবার তার গ্রাহকদের কাছে নতুন করে আসতে চলেছে। ক্যাম্পেইনটিতে প্রসূন পাণ্ডে পরিচালিত একটি দারুণ টিভিসি রয়েছে, যা সেন্টারফুটে থাকা ফলের স্বাদের বিস্তারিতের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রতিটি কামড়ের সঙ্গে আপনি পেয়ে যাবেন ফলের স্বাদ সঙ্গে কৌতুকপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এই সেন্টারফুটে থাকা ফলের স্বাদের টিভিসি সেই বিষয়টি নিখুঁতভাবে তুলে ধরে। লঞ্চ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, পারফেক্টি ভ্যান মেল ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার গুঞ্জন খেতান বলেন, “এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে, আমরা আমাদের সিগনেচার প্রোডাক্ট সেন্টারফুটের কার্যকারিতা এবং স্বাদের কথা তুলে ধরেছি।” ওগিলভি ওয়েস্টার চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার অনুরাগ অগ্নিহোত্রী আরও বলেন, “আমরা মুখরোচক স্বাদের ওপর নির্ভর করে অসাধারণ মজার গল্প তৈরি করেছি। যা আবারও ‘ক্যাসি জিভ লাপলাপায়ে’-র ট্যাগলাইনটিকে মনে করিয়ে দেবে।”

পিরামল ফার্মা লিটলস বেবি কেয়ারের জন্য নতুন ক্যাম্পেইন চালু করেছে

শিলিগুড়ি: পিরামল ফার্মা লিমিটেডের ইন্ডিয়া কনসিউমার হেলথকেয়ার তাদের ফ্ল্যাগশিপ বেবি কেয়ার ব্র্যান্ড লিটলস-এর জন্য ‘সুইচ টু সফটার’ (#SwitchToSofter) ক্যাম্পেইন চালু করেছে। এই ক্যাম্পেইনে নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে থাকছেন অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে লিটলস ফ্ল্যাফি সফট ডায়াপার প্যান্টস-এর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে, যা ১২ ঘণ্টার শোষণ, অ্যান্টি-র্যাশ ফর্মুলা ও ওয়েটনেস ইন্ডিকেটর-সহ উন্নত মানের উপকরণ দিয়ে তৈরি, যা শিশুর জন্য সর্বোত্তম স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করে। তরুণী মায়েরা সাধারণত নতুন পণ্যের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করেন। লিটলস তাদের সচেতন নির্বাচনের জন্য উৎসাহিত করতে চাইছে এবং অসন্তুষ্ট হলে টাকা ফেরত দেওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছে। পিরামল কনজিউমার হেলথকেয়ারের সিইও সাই রামানা পোনুগোটি নতুন মায়েরদের বেবি কেয়ার



পণ্যের ক্ষেত্রে বাড়তি প্রত্যাশার উল্লেখ করে শোষণের পাশাপাশি কোমলতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইয়ামি গৌতম লিটলসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, লিটলস ব্র্যান্ডটি মায়েরদের ও শিশুদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত লিটলস একটি নির্ভরযোগ্য নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা দুই বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্য সরবরাহ করে।

চুল পড়া নিয়ন্ত্রণ করতে নতুন গিজার লঞ্চ করেছে সিফনি লিমিটেড



কলকাতা: সিফনি লিমিটেড, খর জলকে মৃদু জলে রূপান্তরিত করে তাদের নতুন ওয়াটার হিটার চালু করেছে। এটি নবম স্তরের পুরোপড় প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি একটি প্রযুক্তিগত সমাধান, যা ক্ষতিকারক রাসায়নিক এবং পলি পরিশোধন করে, চুল পড়া রোধ করে। ওয়াটার হিটার সেগমেন্টে তারা নয়টি SKU সহ মোট ৩টি মডেল লঞ্চ করেছে, যেগুলি হল সিফনি স্পা, সাউনা এবং সিফনি সোল। এই পাঁচ তারকা-রেটেড মডেলগুলিতে একটি হেভি-ডিউটি হিটিং এলিমেন্ট, টাইটানিয়াম প্রো কোটিং, ম্যাগনেসিয়াম রড এবং ব্যাপক সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একইসাথে কোম্পানিটি তাদের স্পা রেঞ্জ স্মার্টবাথ প্রযুক্তিও যোগ করেছে, যা এটিকে ভারতের প্রথম কৃত্রিম এআই-চালিত ওয়াটার হিটারে পরিণত করেছে। এমনকি, এটি স্প্যাশ-প্রুফ কন্ট্রোলার ব্যবহারকারীদের দূর থেকেও অনায়াসে গিজার পরিচালনা করার সুযোগ দেয়। এর স্মার্ট বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে সময় এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, অঙ্গভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ এবং শিশু সুরক্ষা মোড। সিফনির এই বিপণন প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে

লাইভ ইন সিনেমা, সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারণা এবং বহিঃস্থ বিজ্ঞাপন। শুধু তাই নয়, কোম্পানি খর জলের কারণে চুল পড়ার সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রচারণা এবং টিভিসিও চালু করেছে। প্রচারণাটি স্বাস্থ্যের দিকগুলিকে তুলে ধরে, ক্লোরিন এবং খর জলের সাইডএফেক্টগুলিকে মোকাবিলা করে, যা ত্বকের জ্বালা সৃষ্টি করে এবং চুলের ক্ষতি এবং চুল পড়ার মূল কারণগুলির মধ্যে একটি। এই প্রসঙ্গে সিফনি লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আচল বাকেরি বলেন, “সিফনিতে আমরা আগামীকালের কথা আজকের থেকেই ভাবি। আমরা চুল ও ত্বকের উপর খর জলের প্রভাবের সাথে উঁচু জায়গায় ইনস্টল করা গিজারগুলি পরিচালনা করার অসুবিধা সম্পর্কে গ্রাহকদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে একটি অনন্য গিজার তৈরি করেছি। ডিভাইসটিতে উন্নতমানের ফিল্টারেশন এবং একটি AI-সক্ষম ওয়াটারলেস কন্ট্রোলার রয়েছে, যা স্নানের সময় স্নানকে আরও স্মার্ট এবং আরও নিরাপদ করে তোলে।”

তোলাবাজির অভিযোগ ঘিরে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কোন্দল প্রকাশ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে তৃণমূলের দুই শ্রমিক সংগঠনের কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এল। ২৯ জানুয়ারি বুধবার দুপুরে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র কোচবিহার জেলা সভাপতি পরিমল বর্মণের অফিসে গিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন সংগঠনেরই একটি অংশ। সে সময় পরিমল সেখানে ছিলেন না। পরিমলকে ফোন করে সংগঠনের ওই নেতা-কর্মীরা পার্টি অফিসে আসতে বলেন। পরিমল অবশ্য জানিয়ে দেন, যিনি অন্য কর্মসূচিতে রয়েছেন। তার পক্ষে ওই সময়ে পার্টি অফিসে যাওয়া সম্ভব নয়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সংগঠনের ওই কর্মী-নেতারা ফিরে যান। অভিযোগ, গত ২৬ জানুয়ারি শ্রমিক সংগঠনের এক সভা থেকে আইএনটিটিইউসি'র কোচবিহার জেলা সভাপতি পরিমল বর্মণ অভিযোগ করেছিলেন, শ্রমিক তহবিলের নামে কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকায় 'তোলাবাজি' করছে। দলের জেলা সভাপতির

নাম করে তা চলছে। দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের নাম করেই ওই টাকা আদায় করা হচ্ছে। তা নিয়েই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন অভিজিৎ ঘনিষ্ঠ শ্রমিক সংগঠনের একটি অংশ। তারাই এদিন বিক্ষোভে সামিল হন। পরিমল দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় থাকেন।

বিক্ষোভকারী শ্রমিক সংগঠন নেতা চন্দন মাহাতো, রাজেশ চৌধুরীরা অভিযোগ করেন, পরিমল ঘনিষ্ঠ কয়েকজন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীদের কাছ থেকে দলের সম্মেলনের নাম করে টাকা আদায় করছেন। প্রত্যেকের কাছে একশো টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। সেই ঘটনা নিয়ে পরিমল মুখ খুলছেন না কেন সে প্রশ্ন তোলেন তারা। তাদের আরও দাবি, পরিমল পরিকল্পিতভাবে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে দলের জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেন।

আইএনটিটিইউসি'র কোচবিহার শহর ব্লকের নেতা চন্দন মাহাতো বলেন, “পরিমল বর্মণ অসত্য কথা বলছেন। তাতে সবাই অপমানিত বোধ করেছেন। তার বক্তব্যকে আমরা খিঁকির জানাই। তিনি এমন মন্তব্য করে সংগঠন ও দলের খারাপ করতে চাইছেন। দল সবসময় সমস্ত কাজে আমাদের পাশে থাকে। আমরা তাই তাঁর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।” পরিমল বলেন, “আমি যা বলেছি স্পষ্ট ভাবেই বলেছি। তার প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে। যারা শ্রমিক সংগঠনের নথিভুক্ত নন এমন কিছু লোকজন তোলাবাজি করছেন। তারা দলের জেলা সভাপতির নাম করেই টাকা আদায় করেছেন। কুপন দিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে। সেই কুপন আমরা পেয়েছি। এটার বিরুদ্ধে সবাইকে আওয়াজ তোলা উচিত। আজকে যারা বিক্ষোভ করেছে তারা কেন করেছে সেটা তারাই বলতে পারবে। এটা তো অনেকটা ঠাকুর ঘরে কে, না আমি তো কলা খাইনির মতো অবস্থা হল।”

লাফিয়ে বাড়ছে কাউন চাষ, লাভের মুখ দেখছেন কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্বাস্থ্যের জন্য মিলেটের প্রয়োজন। দেশজুড়ে এমন প্রচারে বাড়তে শুরু করেছে। আর তাতে বাড়ছে মিলেট চাষ। কোচবিহারের কাউন মিলেট জাতীয় খাদ্যশস্যের মধ্যেই পরে। কাউনের চাষের এলাকা চার গুণ বেড়েছে কোচবিহার জেলায়। কৃষি দফতরের হিসেবেও উঠে এসেছে, গত বছর কোচবিহারে ৭৫ হেক্টর জমিতে মিলেট চাষ হয়। এবারে তা বেড়ে পৌঁছেছে চারশো হেক্টরে। আগামীদিনে কাউন চাষ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন কৃষি অধিকারিকরা। সে জন্য

হায়দ্রাবাদ মিলেট রিসার্চ সেন্টার থেকে বীজ এনে চাষ করার কথাও ভাবা হয়েছে। কোচবিহার জেলার এক কৃষি আধিকারিক বলেন, “এখন কাউনের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছে। স্বাস্থ্যের কথা ভেবে অনেকেই কাউন পাতে রাখছেন। আগামীদিনে কাউন চাষ আরও অনেকটা বাড়বে বলেই আমরা মনে করছি।”

কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই থেকে আড়াই দশক আগে কোচবিহার জেলায় প্রচুর জমিতে কাউন চাষ হত। বাজারে চাহিদা না থাকা, চাষের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিকূলতার জন্যে ধীরে ধীরে ওই চাষ একেবারে কমে

যায়। একসময় কাউন বলা চলে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই কাউন আবার ফিরিয়ে আনতে গত কয়েক বছর ধরে কাজ শুরু হয়। কৃষক সমর বর্মণ বলেন, “এক বিঘে জমিতে কাউন চাষে তিন হাজার টাকার মতো খরচ হয়। উৎপাদন হয় সাত থেকে দশ মনের মতো। পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। তাতে লাভ ভালো থাকে।”

কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কাউনের ওই পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার ডায়াবেটিস রোগীর পক্ষে উপকারী, হৃদযন্ত্রের পক্ষে উপকারী, হাড়ের গঠন মজবুত করে।



প্রজাতন্ত্র দিবসে প্যারেড গ্রাউন্ডে কোচবিহার পুলিশের ট্যাবলো

মধুপুর ধামে এলেন না অসমের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শেষমুহূর্তে কোচবিহারের মধুপুর ধামের কর্মসূচিতে যোগ দিলেন না অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ২৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার অসম সরকারের পক্ষ থেকে মধুপুর ধাম কর্তৃপক্ষকে ওই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। হোম কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়, জরুরি কাজে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত দিল্লি গিয়েছেন। সে কারণেই তিনি মধুপুর ধামে যেতে পাচ্ছেন না। পরবর্তীতে কোনও কর্মসূচি হলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। কোচবিহার মধুপুর ধামের মাধব দেব মহন্ত মুখ্যমন্ত্রীর না আসার বিষয়ে জানিয়েছেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লিতে ভোটের প্রচারে যাচ্ছেন বিজেপির ওই মুখ্যমন্ত্রী। সে কারণেই আপাতত ধামের তাঁর কর্মসূচি বাতিল হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি মধুপুর ধামে যাবেন বলেও জানানো হয়। ধামের তরফে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রী না এলেও ২৯ জানুয়ারি বুধবার নির্দিষ্ট সময় মেনেই ধর্মীয় কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর সফর বাতিলের বিষয়টি আমাদের জানানো হয়। বিশেষ কারণে তিনি আসতে পাচ্ছেন না। কিন্তু যা অনুষ্ঠান রয়েছে তা নির্দিষ্ট সময় মেনেই চলবে। তা তিনদিন ধরে চলবে।”

কোচবিহার ২ ব্লকের মধুপুরধামে ধর্মগুরু শঙ্কর দেবের স্মৃতি বিজড়িত ধাম রয়েছে। সেখানে শঙ্কর দেবের প্রয়াণ হয়েছিল। সে কারণে অসমের মানুষের কাছে ওই ধামের গুরুত্ব অসীম। প্রতিদিন প্রচুর মানুষ অসম থেকে ওই ধামে ভিড় করেন। সেখানে ২৯ জানুয়ারি থেকে ধর্মীয় উৎসব শুরু হয়। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ওই অনুষ্ঠান চলবে। ওই ধাম দেখাশোনা করে অসমের পর্যটন দফতর। বুধবার উৎসবের সূচনা হয়েছে। উৎসবের সূচনা করার কথা ছিল অসমের মুখ্যমন্ত্রীর। দিন কয়েক আগে অসমের পর্যটন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস মধুপুর ধাম ঘুরে উৎসবের যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। ওই কর্মসূচিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর যোগদানের কথা জানিয়েছিলেন অসমের পর্যটনমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি বাতিল হলেও ধামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৯ জানুয়ারিতেই ধামের প্রধান পুরোহিত বা সেখানকার সত্রাধিকারের দায়িত্ব নেবেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সফরের সময়েও সেখানে বড় সংখ্যায় বিজেপি কর্মীরা ভিড় করার পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রী যোগ না দেওয়ায় বিজেপির কর্মীরাও কিছুটা হতাশ হয়েছেন।

তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানের খড়ের গাদায় আগুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তৃণমূলের এক প্রাক্তন প্রধানের বাড়ির খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের মধ্যে। ২৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের কোতয়ালি থানার হাড়িভাঙ্গায়। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার হাড়িভাঙ্গার প্রাক্তন প্রধান শঙ্কর দেবনাথের খড়ের গাদায় আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শঙ্কর দীর্ঘদিন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। তিনি প্রধানও ছিলেন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি লড়াই করেননি। তিনি পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। অভিযোগ, মধ্য রাতে বেশ কয়েকজন তাঁদের বাড়িতে ঢুকে খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে তাঁদের দুটি ঘর ও খড়ের গাদার ক্ষতি হয়েছে। আগুনের খবর পেয়ে রাতেই সেখানে পুলিশ পৌঁছায়, দমকলও পৌঁছায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে আশঙ্কা শঙ্করের।

পদাতিক থামবে চ্যাংরাবান্ধায়



নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায় স্টপেজ দেবে পদাতিক এক্সপ্রেস। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে এমনটাই খবর। রেল দফতর সূত্রে খবর, ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পদাতিক এক্সপ্রেস চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনে স্টপেজ দিতে শুরু করবে। দীর্ঘদিন ধরে ওই দাবি করে আসছেন চ্যাংরাবান্ধা বাসিন্দারা। স্বাভাবিকভাবেই ওই খবরে খুশি তারা। উত্তরবঙ্গের একটি অন্যতম স্থলবন্দর চ্যাংরাবান্ধা। ওই চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত লেগেই থাকে। এছাড়া প্রচুর পণ্যবাহী ট্রাক দুই দেশের মধ্যে চলাচল করে। স্বাভাবিকভাবেই সেখান থেকে কলকাতা বা ভিনরাজ্যে যাওয়ার জন্য দূরপাল্লার ট্রেনের দাবি রয়েছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সেখান থেকে হয় তারা নিউ ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড অথবা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরেন। ওই ট্রেনের স্টপেজ চালু হলে সেক্ষেত্রে অনেক সুবিধে হবে।

সীমান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সীমান্ত সমস্যা সমাধানে আলোচনায় বসল বিএসএফ ও বিজিবি। ২৫ জানুয়ারি শনিবার বিকেলে কোচবিহারের দিনহাটার সাহেবগঞ্জ বর্ডার আউটপোস্টে বিএসএফ ও বিজিবি'র সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে সীমান্তের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। তার মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল চোরাকারবারীদের দৌরাডা। পাশাপাশি হাসিনা সরকারের পতনের সময়কাল থেকে সীমান্তে যে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে যাতে কোনও সমস্যা সীমান্তে না হয় সেই বিষয়ের উপরে আলোচনায় জোর দেওয়া

সমস্যা নিয়েও আলোচনায় বিএসএফ-বিজিবি

হয়েছে। যে কোনও বিষয় আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার উপরে জোর দেন দুই পক্ষ। অনুপ্রবেশ বন্ধের বিষয়ে আলোচনা করেছে। বিএসএফের কোচবিহার রেঞ্জের ডিআইজি জি এস ধালিওয়াল এবং বিজিবি'র এস রংপুরের সেক্টর কমান্ডার সাক্ষির আহমেদ ওই আলোচনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিএসএফের কোচবিহার রেঞ্জের এক আধিকারিক বলেন, “সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। তা ফলপ্রসূ হয়েছে। শান্তি বজায় রাখতে পদক্ষেপের উপরে দুই পক্ষ একমত।” কোচবিহারের পাঁচশ

কিলোমিটারের বেশি এলাকা জুড়ে বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জের বেশিরভাগ এলাকা সীমান্ত ঘেঁষা। ওই সীমান্তের অনেকটা অংশে এখনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। তার মধ্যে বেশ কিছুটা নদীপথ রয়েছে। সেই সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবার থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠেছে বারবার। বাংলাদেশ অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই চোরাকারবারের অভিযোগ ওঠে। ফুঁয়াশার সুযোগ নিয়ে রাতের অন্ধকারে গরু, কাঁশির সিরাপ পাচার হল বলে অভিযোগ। অনুপ্রবেশের অভিযোগ ওঠে। বিএসএফ কিছু ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থাও নেয়। তার মধ্যে



কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সীমান্তেও কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। নাকারেরপারে প্রায় ছয় কিলোমিটার সীমান্ত উন্মুক্ত। যেখানে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের

বেড়া দিয়ে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। বিজিবি তা নিয়ে আপত্তি করে। উত্তেজনা তৈরি হয়। এমন অবস্থায় দুই পক্ষের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।